কুষ্টিয়ায় যৌন উত্তেজক সিরাপ কারখানায় অভিযান, জেল-জরিমানা

কুষ্টিয়া জেলা শহরের বড়বাজার কবি আজিজুর রহমান সড়ক এলাকায় অবৈধ যৌন উত্তেজক সিরাপ ও ঔষধ তৈরির কারখানার সন্ধান পেয়েছেন র্যাব সদস্যরা।

বৃহস্পতিবার (২৯ জুলাই) দুপুরে ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান চালিয়ে কারখানা মালিককে এক বছর কারাদন্ড ও দুই লাখ টাকা জরিমানা আদায় করে।

এছাড়া এলেক্স ইউনানি ল্যাবরেটরিজ নামের ওই কারখানা থেকে বিপুল পরিমাণ যৌন উত্তেজক সিরাপ, ঔষধ তৈরির উপকরণ জব্দ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মো: সবুজ হাসান জানান, দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্ত নিজ বাড়িতে কারখানা স্থাপন করে অবৈধ যৌন উত্তেজক সিরাপ ও ঔষধ তৈরি করে আসছিলেন। এসব অবৈধ যৌন উত্তেজক সিরাপ ও ঔষধ কুষ্টিয়াসহ দেশের বিভিন্নস্থানে অবৈধভাবে বাজারজাত করা হতো।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাবের একটি টিম বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মো: সবুজ হাসানের নেতৃত্বে অভিযান চালায়।

অভিযানের সময় কারখানার মালিক মোঃ রফিকুল ইসলাম (৩০) কে ঔষধ আইন, ১৯৪০ এর ১৮ (খ) লঙ্ঘনে একই আইনের ২৭ ধারায় ১ বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনাকালে কোম্পানি কমান্ডার, র্যাব-১২, কুষ্টিয়া ও তাঁর একদল চৌকস বাহিনী, সহকারী পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া সহ আরও অনেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন৷

এ বিষয়ে চর্ম ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ ডা: আলাউদ্দিন বলেন, এ ধরনের মান নিয়ন্ত্রণহীন যৌন উত্তেজক সিরাপ সেবনে তাৎক্ষণিক উত্তেজনা দেখা দিলেও দীর্ঘমেয়াদি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে লিভার, কিডনি ড্যামেজের পাশাপাশি হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে মারা

যেতে পারেন সেবনকারীরা। ড্রাগের চেয়েও ক্ষতিকর এই সিরাপ। এই পণ্যটির ভোক্তা হলো ট্রাকচালক, রিকশাচালক থেকে শুরু করে বেকার যুবক ও শিক্ষার্থীরা। এ ব্যাপারে সরকারের কঠোর নজরদারির দাবিও জানান তিনি।

করোনা চিকিৎসায় ১০ টি কনসানট্রেটর প্রদান করেছে মেহেরপুর জেলা সমিতি

মেহেরপুরে জেনারেল হাসপাতালে ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ১০ টি অক্সিজেন কনসানট্রেটর হস্তান্তর করেছে ঢাকাস্থ্য মেহেরপুর জেলা সমিতি। বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের হলরুমে আয়োজিত জুম কনফারেন্সে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন অক্সিজেন কনসানট্রেটর গ্রহণ করে তা হাসপাতালের প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড.মুনসুর আলম খান। প্রধান অতিথি ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ মেহেরপুর জেলা সমিতির কোষাধক্ষ্য আতিয়ার রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মাহাবুব হোসেন, পাবলিক প্রসিকিউটর এ্যাডভোকেট. পল্লভ ভট্টাচার্য, ঢাকাস্থ মেহেরপুর জেলা সমিতির সভাপতি প্রকৌশলী এ.এল.এম জিয়াউল হক, সহ-সভাপতি দাতো প্রকৌশলী একরামুল হক, সহ-সভাপতি এ্যাড মোঃ শাহাবুদ্দিন, অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, প্রকৌশলী মোঃ শহীদুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক আ.ন.ম কুদরুত-ই খুদা।

জীবননগর হাসপাতালে অক্সিজেন সিলেন্ডার ও অক্সিমিটার প্রদান

-এমপি টগর

জীবননগর দোকান ঘর মালিক সমিতির উদ্যোগে, সেচ্ছাসেবী সংগঠন জে,বি ,এফ ফাউন্ডেশন এবং বন্ধু রক্তদান কেন্দ্রের সহযোগিতায় জীবননগর পৌর কার্যলয়ের সামনে এক আলোচনা সভা সভা অনুষ্ঠিত হয়।গতকাল বৃহসপ্রতিবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় । জীবননগর দোকান ঘর মালিক সমিতির সভাপতি নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে করোনায় আক্রান্ত রোগীদের অক্সিজেন সরবরাহের জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ১০টি অক্সিজেন সিলেন্ডার ও ১০টি অক্সিমিটার প্রদান করা সহ জীবননগরে অক্সিজেন সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা -২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফুল ইসলাম,জীবননগর পৌর মেয়র রফিকুল ইসলাম ,জীবননগর থানা আওয়ামীলীগের সভাপতি গোলাম মোতুর্জা ,সাধারন সম্পাদক নজরুল ইসলাম ,জীবননগর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু মোঃ আঃ লতিফ অমল ,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা ,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী ,জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের টিএইচও ডাঃ সেলিমা আক্তার ,পৌর কাউন্সিলার আবুল কাশেম ,সোয়েব আহম্মেদ অঞ্জন ,জামালা হোসেন খোকন ,ব্যবসায়ী আঃ হামিদ ,মশিয়ার রহমার ,আঃ হান্নান ,জীবননগর বন্ধু ফাউন্ডেশন এবং রক্তদান কেন্দ্রের সভাপতি মিঠুন মাহমুদ ,সহ-সভাপতি চাষী রমজান,যুগ্ন সম্পাদক তুহিনুজ্জামান ,সাদিয়া ,ঐশ্বর্য ,মুন ,শাকিল ,রাহুল প্রমুখ।উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন মাজেদুল মিল্টন ও কাজী খালিদ ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

খবর পেয়ে তিনি শহরের ভুটিয়ারগাতি এলাকার মাহমুদ হাসান আলিফ নামের এক ব্যবসায়ির নির্মাণাধিন ছয়তলা বাড়ির নিচ থেকে সংজ্ঞাহীন ওই নারিকে উদ্ধার করেন। ওই নারীকে তার স্বজনরা ৪/৫ দিন আগে এখানে ফেলে যান। বিনা চিকিৎসা ও অভুক্ত থেকে শোভা বিশ্বাস সজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের সহয়োগিতায় পুলিশ শোভা বিশ^◌াসকে বুধবার রাত সাড়ে আটটার দিকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করান। ভুটিয়ারগাতি গ্রামের আলিফ জানান, ৪/৫ দিন আগে কে বা কারা ওই নারীকে ফেলে রেখে যান। সেই থেকে কেউ তাকে খাবার দেয়নি, খোজও করেনি। ঝিনাইদহ সদর হাসাপাতালের জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক (ইএমও) ডা. নূরজাহান বেগম জানিয়েছেন ভর্তির সময় তিনি এতটাই দুর্বল ছিলেন যে তেমন কিছুই বলতে পারছিলেন না। বেশ কিছুদিন অনাহারে থাকা এবং কিছুটা মানসিক সমস্যাক্রান্ত শোভা বিশাস এখন কথা বলছেন, অস্পষ্ট গলায় অবিবাহিত ওই নারি তার বাবার নাম তারক চান্দ্র দাস এবং বাড়ি রামপালের গিলেতলা বলে উল্লেখ করছেন।

গাংনীতে মাদক ব্যাবসায়ীর জেল জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীর পুর্বমালসাদাহ গ্রামে এক মাদক ব্যাবসায়ীকে ১৫ দিনের জেল ও ১০০ টাকা জরিমানা করেছে ভ্যাম্যমাণ আদালত।
আজ (২৯ জুলাই) বৃহস্পতিবার দুপুরে সহকারী কমিশনার (ভূমি), গাংনী ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম মাদক ব্যাবসায়ী নুর ইসলাম নামের মাদক ব্যাবসায়ীকে উভয় দন্ড দিয়েছেন।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সহকারী কমিশনার (ভূমি), গাংনী ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলমের নেতৃত্বে ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, মেহেরপুর এর সহায়তায় গাংনী উপজেলার পুর্ব মালসাদহ গ্রামে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় ৩০ গ্রাম গাঁজাসহ পুর্বমালসাদাহ গ্রামের মোঃ নাসির উদ্দিনের ছেলে নুর ইসলাম কে আটক করা হয়। পরবর্তিতে আসামীর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১০০

টাকা জরিমানা করা হয়। উদ্ধারকৃত গাঁজা জনসম্মুখে ঘটনাস্থলেই ধ্বংশ করা হয়।সেখানে উপস্থিত ছিলেন মদন মোহন সাহা, উপপরিদর্শক, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, পেশকার মোঃ জালাল উদ্দিন ও স্থানীয় ব্যাক্তিবর্গ।

এরপূর্বে করোনাভাইরাস প্রতিরোধকল্পে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহায়তায় মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালিত হয়। এসময় বামুন্দি বাজার এলাকায় ৪ জন ব্যাক্তিকে ২৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়।
জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান এ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম।

কুষ্টিয়ায় পদ্মা নদীতে ডুবে দুই বন্ধু নিখোঁজ

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পদ্মা নদীতে ডুবে ইউসুফ আলী (১৯) ও সামিরুল ইসলাম সম্রাট (১৮) নামে দু’জন কলেজ ছাত্র নিখোঁজ হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১টার দিকে উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের আবেদের ঘাট সংলগ্ন পদ্মা নদীতে পড়ে যাওয়া ফুটবল তুলতে গিয়ে তারা পদ্মায় ডুবে নিখোঁজ হয়। এরা ফিলিপনগর মরিচা (পিএম) ডিগ্রি কলেজের দ্বাদশ ও একাদশ শ্রেণীর ছাত্র এবং ফিলিপনগর কবিরাজপাড়া গ্রামের বাবুল কবিরাজ ও কুমির উদ্দিনের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী জানান, ইউসুফ আলী ও সামিরুল ইসলাম সম্রাটসহ বেশ কয়েকজন বন্ধু পদ্মার চরে ফুটবল খেলছিল। এসময় ফুটবল পদ্মা নদীতে পড়লে সামিরুল ও সম্রাট নদীতে নেমে ফুটবল তুলতে গিয়ে তারা পদ্মার প্রবল স্রোতে তলিয়ে যায়।

খবর পেয়ে স্থানীয়রা নৌকা নিয়ে তাদের উদ্ধারে চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ভেড়ামারা ফায়ার সার্ভিস দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিখোঁজ ছাত্রদের উদ্ধারে পদ্মা নদীতে অভিযান চালাচ্ছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

ফিলিপনগর ইউপি চেয়ারম্যান ও নিখোঁজ ছাত্রদের প্রতিবেশী ফজলুল হক কবিরাজ জানান, পদ্মা নদীতে ডুবে ইউসুফ ও সামিরুল নামে দু’জন কলেজ ছাত্র নিখোঁজ হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস দল উদ্ধার কাজ শুরু করেছে।

করোনায় মৃত হিন্দু ব্যক্তির সৎকার করল ঝিনাইদহ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে নিতাই সাহা (৭০) মৃত্যুবরণ করেন। তার ছেলে বাবাকে গ্রামে নিয়ে গেলে সৎকারের জন্য স্বজনেরা কেউ এগিয়ে আসেননি।গত ১৭ জুলাই শৈলকূপা উপজেলার ফুলহরি গ্রামের মৃত জগবন্ধু সাহার ছেলে নিতাই সাহা করোনা উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। ১২ দিন চিকিৎসার পর বৃহস্পতিবার তার মৃত্যু হয়। নিতাই সাহার ছেলে রাজু আক্ষেপ করে বলেন, তার বাবার মৃত্যুর খবর শুনে আপন আত্মীয়রা সবাই দূরে চলে যায়। কেউ লাশটি পর্যন্ত নিতে আসেনি। এ অবস্থায় বিপদে পরে রাজু। তিনি মোবাইলে বিষয়টি স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান জামিনুর রহমান বিপুলকে জানান। পরে চেয়ারম্যান বিপুল ঝিনাইদহ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক মোঃ আব্দুল হামিদ খানের মাধ্যমে লাশ দাফন কমিটির সদস্যদের শৈলকূপার ফুলহরি গ্রামের শশ্মানে নিয়ে যান। সেখান ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের সদস্যরা নিতাই সাহাকে ফুলহরি গ্রামের শশ্মানে সৎকার করেন। উল্লেখ্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গঠিত লাশ দাফন কমিটি এ পর্যন্ত ১৫৭ জন করোনা আক্রান্ত ও করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন করেছে।

কুষ্টিয়ায় করোনায় আরও ১১ জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে ৯ জন করোনায় আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে ২ জন মারা গেছেন।

বুধবার (২৮ জুলাই) সকাল ৮টা থেকে বৃহস্পতিবার (২৯ জুলাই) সকাল ৮টা পর্যন্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৯ জুলাই) সকালে কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এছাড়াও ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৪৯ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। নমুনা পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার গত-দিনের চেয়ে কমে ২৮.৫৪ শতাংশ হয়েছে। এ সময় সুস্থ হয়েছেন ২৪৭ জন করোনা রোগী।

হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. আব্দুল মোমেন জানান, কুষ্টিয়া করোনা ডেডিকেডেট জেনারেল হাসপাতালের ২শ বেডে করোনা ও উপসর্গ নিয়ে এখন ভর্তি আছে ২০১ জন। এর মধ্যে করোনা শনাক্ত রোগী ১৫১ জন। বাকীরা করোনার উপসর্গ নিয়ে ভর্তি আছেন। এছাড়া ৭০ শতাংশ রোগীর অক্সিজেন প্রয়োজন হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত ৭ দিনে কুষ্টিয়ায় করোনা আক্রান্ত ৮৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১২শ ৩৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত শুধুমাত্র করোনা আক্রান্ত ৫৪০ জনের মৃত্যু হলো।

কুষ্টিয়ায় ১৪৩ জনকে জরিমানা ও

দুইজনের কারাদন্ড

কুষ্টিয়ায় লকডাউনের ষষ্ট দিনেও কঠোর অবস্থানে ছিল প্রশাসন। এ সময় কঠোর বিধি-নিষেধ অমান্য করায় ১১৯ টি মামলায় ৭৭ হাজার ২০০ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এরমধ্যে ১৪৩ জনকে জরিমানা এবং দুইজনকে কারাদন্ড প্রদান করেছে।
বুধবার রাতে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

ভ্রাম্যমান আদালতসুত্রে জানা যায়, বুধবার জেলার প্রত্যেক উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা। এ অভিযান চলাকালে জনসচেতনতা সৃষ্টি করাসহ সরকার ঘোষিত লকডাউন অমান্য করে চা দোকানীসহ নিম্ন আয়ের মানুষদের জরিমানার পরিবর্তে খাদ্য সহায়তা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন জেলা প্রশাসনের কর্তাব্যাক্তিরা।

ভ্রাম্যমান আদালতে মোট ১৪টি অভিযানে ১১৯টি মামলায় ১৪৩ জনকে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মুল) আইন, ২০১৮ (দন্ডবিধি,১৮৬০) ধারা মোতাবেক ৭৭ হাজার ২০০ টাকা জরিমানা ও দুইজনকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ ধারা মোতাবেক কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সবুজ হাসান বলেন, সরকার ঘোষিত চলমান বিধি-নিষেধ না মানায় চা-দোকানি ও নরসুন্দরসহ বিভিন্ন নিম্ন আয়ের মানুষেরা মোবাইল কোর্টে শাস্তির মুখোমুখি হলেও কুষ্টিয়া জেলার বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলামের নির্দেশনা মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক খাদ্য সহায়তা তুলে দেওয়া হয়। একই সাথে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বিবেচনায় তাদেরকে ঘরে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়।

তিনি আরও বলেন, জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এঁর নির্দেশনা মোতাবেক মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে জেলা চা-দোকানি, নরসুন্দর, কামার, রিক্সা-ভ্যান চালকসহ নিম্ন আয়ের মানুষদের শাস্তি না দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর খাদ্য সহায়তা প্রদান করে ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়৷ এতে করে সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। একেবারেই প্রয়োজনে বাইরে আসা নিম্ন আয়ের মানুষেরা এবং

চা দোকানীরাও খাদ্য সহায়তা দেওয়ায় অনেকেই আর চায়ের দোকান খুলছে না বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন, কোভিড-১৯ প্রতিরোধে লকডাউন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের পুলিশ, সেনাবাহিনী, র্যাব ও আনসার সদস্যরা সহযোগিতা করছে। জনস্বার্থে জেলা প্রশাসনের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় কুষ্টিয়ায় ৫২২ টি নমুনা সংগ্রহ করে ১৪৯ জনের শরীরে নতুন করে কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে। এছাড়াও এই একই সময়ে আরও ৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।